তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

যুগান্তর

এইচএসসিতে চলছে নকল : এডিসি কিলঘুষিতে পরীক্ষার্থী অজ্ঞান

❑ মাদ্রাসা বোর্ডে বহিষ্কার ৩৫৮

গান্তর রিপোর্ট

সতি এইচএসসি পরীক্ষায় গতকাল পাবনার বড়ায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের কিলঘুষিতে এক পরীক্ষার্থী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। জামালপুরে বহিষ্কারের লজ্জায় আত্মহত্যা করেছে একজন। কুমিল্লা বোর্ডে গতকাল পর্যন্ত ৬ দিনে বহিষ্কার হয়েছে ৪ হাজার ৩৪৯ জন। অনুপস্থিত রয়েছে ৫ হাজার ৭৮২ জন।

মাদ্রাসা বোর্ডের কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা গেছে, গতকাল ৩৫৮ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। গতকাল আলিম শ্রেণীর হাদিস ও ফাজিল শ্রেণীর কোরান দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বহিষ্কারের সংখ্যা : রংপুর ৫০, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১৯, সিলেট ৪, লক্ষ্মীপুর ১৯, ফরিদপুর ১, লালমনিরহাট ৪, বরিশাল ৩১, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৩৩, চাটখিল ৩, বাউফিল ১, ভোলা ৮, সাতক্ষীরা ১০, নারায়ণগঞ্জ ৫, কিশোরগঞ্জ ৩০, গোপালগঞ্জ ১৭, চুয়াডাঙ্গা ৩, পূর্বধলা ৬, মানিকগঞ্জ ১, শার্শা ২, দুমকী ২, দশমিনা ২, গলাচিপা ৫, কলাপাড়া ২, মির্জাগঞ্জ ৪, কুমারখালী ১, ফেনী ৫১, ঠাকুরগাঁও ৯০, নাটোর ২, সাথিয়া ৩ ও বাঙ্গুরায় ১১ জন।

যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

বেড়া (পাবনা) : বেড়া কলেজ কেন্দ্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) দীপক কুমার রায় পরীক্ষার্থী সাইফুল ইসলামের কাছে জানতে চান নকল আছে কিনা। পরীক্ষার্থী নেই বলে আবার লিখতে শুরু করে। এতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ক্ষিপ্ত হয়ে সাইফুলের মুখে কিলঘুষি মারতে থাকে। কিলঘুষির আঘাতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরে ডাক্তার এনে তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনা হয়। সংজ্ঞা ফিরে এলেও সে আর পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। বাড়ি চলে যায়।

জামালপুর : বহিষ্কৃত হয়ে গতকাল মনিরুজ্জামান নামের এক পরীক্ষার্থী চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। মনিরুজ্জামান গতকাল জেলা কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার হয়। ক্ষোভে অভি সে তাৎক্ষণিক বলপাড়া রেললাইনে ট্রেনের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে

কুমিল্লা : গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দিনে নকলের অভিযোগে কুমিল্লা বহিষ্কার হয়েছে ৪ হাজার ৩৪৯ অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ হাজার জন। কুমিল্লা জেলায় মোট বহিষ্কার হয়ে হাজার ২৫২ জন এবং অনুপস্থিত রয়ে হাজার ৪৪৬ জন। অনুপস্থিতির সংখ্যা বাড়বে বলে আশংকা করছে বোর্ড কর্তৃ ভিজিলেন্স টিমের সদস্য জামিল আ খন্দকার, শরমিন কাদের, ডা. ই আনোয়ার, অ্যাডভোকেট সৈয়দ রহমান, প্রেসক্লাব সভাপতি গোলাম মো চৌধুরী, ইউএনও (সদর) তপন কুমার বিভিন্ন কেন্দ্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে ব নকলনির্ভর পরীক্ষার্থীরা এখন আর প দিচ্ছে না। অভিভাবকের ভয়ে পরীক্ষার্থী নামমাত্র পরীক্ষায় অংশ তাদের অসহায়ের মতো প্রশ্ন হাতে থাকতে দেখা যায়। দেবিদ্বারের ইউ মোঃ মোজাম্মেল হক খান জানান, স কলেজ কেন্দ্রে এক পরীক্ষার্থী কোন লিখতে না পেরে টেবিলে মাথা গুঁজে পড়ে